167

তারিখ ...2-8 MAR. 1998 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪ ...
দৈনিক জনকণ্ঠ

# ছাত্রত্ব নেই তবুও তারা ডাকসু নেতা ॥ ৮ বছরে ৩৪ লাখ টাকা লোপাট

**বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥** ডাকসু নেতাদের কারোরই ছাত্রত্ব নেই, তবুও তারা ডাকসু নেতা। অনেকে মন্ত্রীও হয়েছেন। বছরের পর বছর এভাবেই চলে আসছে। নানা জটিলতায় ডাকসু নির্বাচন না হওয়ায় সৃষ্টি হয়েছে এ অবস্থা। দীর্ঘ সময়ে ডাকসু নির্বাচন না হওয়ার পিছনে রয়েছে লাখ লাখ টাকা লুটপাটের কাহিনী। নিয়মিত ডাকসু নির্বাচন না হওয়ার কারণে ছাত্রছাত্রীরাও বঞ্চিত হচ্ছে কো-কারিকুলাম এক্টিভিটিস থেকে।

বর্তমান ডাকসুর কর্মকর্তারা গত ৮ বছরে বিভিন্ন খাত দেখিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৫৬ লাখ টাকা তুলেছেন। এই অর্ধকোটিরও বেশি টাকার মধ্যে ৩৪ লাখ টাকার কোন হিসাব নেই। এছাড়া বিভিন্ন হল সংসদ থেকে প্রতিবছর বিভিন্ন খাত দেখিয়ে হাজার হাজার টাকা ভাগবাটোয়ারা করে নিচ্ছে ক্যাডাররা। বিভিন্ন সূত্রে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গঠনতন্ত্রে দুটি পরস্পর বিরোধী ধারার কারণে বর্তমান ডাকসু অছাত্র নেতৃবৃন্দ নিজেদেরকে ডাকসু নেতা বলে দাবি করছেন। অনেকের সঙ্গে কথা বলে তাই জানা গেছে। ডাকসুর গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছে, এক বছর পর নির্বাচিতদের সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে। আবার একথাও বলা হয়েছে, নতুন প্রতিনিধি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত তারা দায়িত্ব পালন করবেন।

একারণেই ৮ বছর পরেও ডাকসু নেতৃবৃন্দ নিজেদেরকে ডাকসু নেতা ভাবেন। তবে ডাকসু জিএস খায়রুল কবির খোকন নিজেকে ডাকসু নেতা পরিচয় দিতে লজ্জা করে বলেই জানিয়েছেন। ডাকসু সংবিধানের একটি ধারায় বলা হয়েছে, ছাত্রত্ব না থাকলে কারও সদস্যপদ থাকবে না। সেই হিসাবে বর্তমান ডাকসু নেতৃবৃন্দের কারোরই সদস্য পদ নেই। গত বছর ১৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু হলে ছাত্রদল নেতা আরিফ হত্যাকান্ডের তদন্তের জন্য গঠিত কমিটি যথাশীঘ্র সম্ভব ডাকসু বাতিলের সুপারিশ করে। এই সুপারিশের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ সিন্ডিকেট ডাকসুকে অকার্যকর ঘোষণা করে ডাকসু ভেঙে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কর্তৃপক্ষও ডাকসু নির্বাচনের আয়োজন করতে উদ্যোগী হয়। ক্যাম্পাসে ডাকসু নির্বাচনের রব ওঠে। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে আবার থেমে যায় ডাকসু নির্বাচন প্রক্রিয়া। বিভিন্ন সময় দেখা গেছে, যাঁরা বিরোধী দলের থাকে তাঁরা পরিবেশ নেই ধুয়া তুলে ডাকসু নির্বাচন বন্ধ রাখতে উদগ্রীব হয়ে ওঠেন।

১৯৯০ সালের ১৯ জুলাই থেকে জুন ১৯৯৭ পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী ডাকসু নেতৃবৃন্দ মোট তুলেছেন ৫৬ লাখ টাকা। ডাকসু খাতে খরচে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি সূত্রের হিসাবেও রয়েছে অসঙ্গতি। প্রশাসনিক ভবন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ডাকসুর প্রতিনিধিগণ গত ৭ বছরে মোট ৪৯ লাখ ৫৭ হাজার ৮শ' ৪৫ টাকা ৪৫ পয়সা উঠিয়েছেন। কিন্তু ডাকসুর কোষাধ্যক্ষ দফতরের হিসাব অনুযায়ী তাঁরা উঠিয়েছেন ৪২ লাখ ৬৯ হাজার ১শ' ২৭ টাকা। এখানেও প্রায় ৬ লাখ ৮৮ হাজার ৭শ' ১৮ টাকার গরমিল।

ডাকসু নেতৃবৃন্দ সাত বছরে মোট যে টাকা তুলেছেন তার মধ্যে ১৯৯০-৯১ বছরে ৮ লাখ ২০ হাজার ১২ টাকা ৪০ পয়সা, '৯১-৯২ বছরে ৭ লাখ ১৭ হাজার ৬শ' টাকা, '৯২-৯৩ বছরে ৮ লাখ ৬শ' টাকা, '৯৩-৯৪ বছরে ২ লাখ ৩৭ হাজার ১১শ' ৪ টাকা, '৯৪-৯৫ বছরে ৮ লাখ ১০ হাজার টাকা, '৯৫-৯৬ বছরে ১২ লাখ ৮০ হাজার ৯শ' ১৩ টাকা এবং '৯৬-৯৭ বছরে ২ লাখ ৬১ হাজার ৬শ' ৬ টাকা। এসব টাকা খরচের কোন ভাউচার পাওয়া জায়নি বলে জানা ...ছে।

...ত তথ্য অনুযায়ী ডাকসু ভিপি মোট ...ছেন ১ লাখ ২২ হাজার টাকা। এর ...১ লাখ টাকার হিসাব পাওয়া যায়নি। ...জিএস বিভিন্ন খাতে খরচের জন্য ...ন ১১ লাখ ২০ হাজার ২শ' ৫২ ...র মধ্যে ৭ লাখ ৪৩ হাজার ৬শ' ...র কোন হিসাব পাওয়া যায়নি। ...স কোন এক বর্ষে ঈদকার্ড ও ...ভেচ্ছা কার্ড বাবদ তুলেছেন ২ ...হাজার ১শ' ৫০ টাকা, ২১ শে ফেব্রুয়ারি বাবদ ২ লাখ ৬৫ হাজার ৯শ' ৬০ টাকা তুলেছেন। সাহিত্য সম্পাদক বিভিন্ন খাতে তুলেছেন ৯ লাখ ৭৮ হাজার ৩শ' ১০ টাকা। এর মধ্যে অর্ধেকের বেশি টাকার কোন হিসাব নেই। ডাকসু মিলনায়তন সম্পাদক বিভিন্ন খাতে ৩ লাখ ৩৬ হাজার ১শ' ৬৪ টাকা খরচ করেছেন। এর মধ্যে লক্ষাধিক টাকার হিসাব নেই। ছাত্রী মিলনায়ন সম্পাদিকা বিভিন্ন খাতে খরচ করেছেন ২ লাখ ১৩ হাজার ৪শ' ১ টাকা। এখানে অর্ধলক্ষাধিক টাকার হিসাব নেই। বিজ্ঞান মিলনায়তন সম্পাদক তুলেছেন ৩ লাখ ৯৭ হাজার ১শ' ৬০ টাকা। এর মধ্যে লক্ষাধিক টাকার হিসাব নেই। সামাজিক আপ্যায়ন সম্পাদক '৯০-৯১ এবং '৯১-৯২ শিক্ষা বছরে তুলেছেন ৩ লাখ ১ হাজার টাকা। এই টাকা খরচের জন্য যে খাতগুলো দেখানো হয়েছে এবং দর্শিত খাতগুলোতে যে পরিমাণ অর্থব্যয় দেখানো হয়েছে তা কল্পিত কাহিনীকেও হারমানায়। ক্রীড়া সম্পাদক '৯০-৯১ শিক্ষা বছর থেকে '৯৪-৯৫ শিক্ষা বছর পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার লাখ টাকা তুলেছেন। এর মধ্যে সোয়া চার লাখ টাকার কোন হিসাব নেই। পরিবহন সম্পাদক তুলেছেন সাড়ে তিন লাখ টাকার বেশি। খরচের খাত দেখানো হয়েছে বাস উদ্বোধন, নবীন বরণ, ঈদকার্ড, নববর্ষের শুভেচ্ছা কার্ড ইত্যাদি। পরিবহন উন্নয়নে কোন ব্যয় নেই। এর পরে ৩ লাখ ২৯ হাজার টাকার কোন হিসাব পাওয়া যায়নি।

১৯৯০ সালের ৬ জুন ডাকসুর সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবছর ডাকসু নির্বাচন হওয়ার নিয়ম থাকলেও গত ৮ বছরেও নির্বাচন সম্ভব হয়নি। সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তের পরেও ডাকসু বাতিল করাও হয়নি। অছাত্র হওয়ার পরও সদস্যপদ বাতিল হয়নি। বরং প্রতিবছর ডাকসু নেতৃবৃন্দ লাখ লাখ টাকা তুলছেন। বঞ্চিত হচ্ছে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা যারা প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রকল্যাণ ফি ঠিকই পরিশোধ করছে, কিন্তু কোন লাভ নেই। ডাকসুর পরিচালনায় পড়াশোনার পাশাপাশি কোন কো-কারিকুলাম কার্যক্রম নেই বলেই ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী কার্যক্রম বাড়ছে বলে অনেকে মন্তব্য করেন। বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ছাত্রলীগ (শো-পা) সহ ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্রলীগ (চু-ক), ছাত্র মৈত্রী, ছাত্রকমান্ড সবাই ডাকসু নির্বাচন চায়। ছাত্রদল ডাকসু নির্বাচন চায় তবে নির্বাচনের উপযুক্ত পরিবেশ পেলেই তারা নির্বাচনে অংশ নিবে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, ডাকসু নির্বাচন প্রশ্নে ছাত্রদলের বর্তমান ও সাবেক নেতৃবৃন্দ দ্বিধাবিভক্ত। বর্তমান নেতৃবৃন্দ ডাকসু নির্বাচন চাইলেও সাবেক নেতৃবৃন্দ চাননা। কিছুদিন আগে ডাকসুর সর্বকালের বয়ঃবৃদ্ধ নেতা বর্তমান ডাকসু ভিপি'র এই সম্পর্কিত একটি ঘোষণাও এই ইঙ্গিতই বহন করছে। ডাকসু নির্বাচন আদৌও হবে কিনা হলেই বা কবে নাগাদ হবে সে বিষয়ে ক্যাম্পাসে চরম সন্দেহ সংশয় বিরাজ করছে।

SHEET ___ OF ___ SHEETS